আজকের কাগজ ৪০
তারিখ 28 AUG 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

নিজ দেশে পরবাসী ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষার্থী

ঢাকার একটি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকার উদ্যোগে আয়োজিত ঢাকার ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এক সমাবেশে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকরাই অভিযোগ তুলেছেন যে, তাদের পাঠ্যসূচিতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ভূগোল, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইত্যাদি নেই। তারা ইংরেজির মাধ্যমে পড়লেও বাংলাদেশ সম্পর্কে জানতে চায়। ঐ অভিনব সংবাদটি পাঠে আমরা যারপরনাই বিস্মিত, আমোদিত এবং আনন্দিত হয়েছি। বিস্মিত হয়েছি বাংলাদেশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কলেজ থেকে বাংলাদেশ নির্বাসিত জেনে। বাংলাদেশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো তাহলে কোন দেশে অবস্থিত? বাংলাদেশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলো কি বাংলাদেশে তৎপর বিদেশি এনজিও গুলোর মতো সার্বভৌম নাকি? বিদেশি নন গভর্নমেন্ট অরগানাইজেশন বা সাহায্য সংস্থাগুলো বিদেশ থেকে টাকা এনে এদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করে, তবুও এনজিওর ওপর দেশের সরকারি বেসরকারি তদারকি রয়েছে। কিন্তু মিশনারী স্কুল কলেজ ছাড়া এদেশের কোনো ইংরেজি মাধ্যম স্কুল বা কলেজ বিদেশি টাকায় চলেনা। বাংলাদেশের টাকায় (মোটা ভর্তি ফি ও মাইনে) বাংলাদেশের মাটিতে বিদেশি ভাষায় বিদেশি পাঠ্যসূচি পাঠ করে, বিদেশের ইতিহাস ভূগোল ঐতিহ্য শিখে বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কিরকম মানুষ হচ্ছে সহজেই অনুমেয়। দেশের কথা, দেশের মানুষের কথা, দেশের প্রকৃতির কথা যে শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই তাকে কোনো ভাবেই শিক্ষা ব্যবস্থা বলা চলে না।

অভিযোগ যে, দেশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে দেশের সাধারণ স্কুলগুলোর মতো প্রতিদিন এসেম্বলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। ঐ অভিযোগ যদি সত্য হয় তাহলে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলে আমরা মনে করি। স্কুলের শিক্ষার মাধ্যম যে ভাষাই হোক না কেনো, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা 'এ' বা 'ও' যে কোনো লেভেলেই পড়ুক না কেনো তারা বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু পড়বেনা, বাংলা ভাষা শিখবেনা, বাঙালি সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু জানবেনা এ কি কিম্ভূতকিমাকার শিক্ষা ব্যবস্থা? যে শিক্ষার্থী বাংলাদেশে জন্মেও বাংলাদেশের আলোবাতাসে মানুষ হয়েও, বাংলাদেশের খেয়ে পরেও বাংলাদেশকে ঘৃণা করতে শিখবে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে কিভাবে এ দেশের মাটিতে প্রসার লাভ করতে দেয়া হলো? আজ থেকে ১৫ বছর আগেওতো বাংলাদেশে ঐসব বিজাতীয় স্কুল কলেজ ছিলোনা। যেখান থেকে শেকড়হীন উৎকেন্দ্রিক জীব সৃষ্টি হয়?

গত ১৫ বছরে বাংলাদেশে ইংলিশ মিডিয়াম ব্যবসা খুব জমে উঠেছে, নব্যধনী এমনকি মধ্যবিত্ত পরিবারের বাবা মায়েরাও পাগল হয়ে যাচ্ছেন। ছেলেমেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে দিতে, বিদেশে পাঠাতে মানুষ হওয়ার জন্যে। ছেলেমেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামের পড়ে বিদেশে গিয়ে কিরকম মানুষ হয় সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা সংশ্লিষ্ট অভিবাবকবৃন্দই দিতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের শুধু সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিমের সেই অবিস্মরণীয় উক্তিটির কথাই আবার মনে হয়। যেসবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী, সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি, দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়, নিজ দেশত্যাগি কেন বিদেশ ন যায়? বাস্তবিকই যাদের বাংলাদেশ, বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ভালো লাগেনা তাদের বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশ চলে যাওয়া উচিত। যে ছেলে বা মেয়ে নবাব সিরাজদ্দৌলার ইতিহাস জানেনা, যে তিতুমীর-সূর্যসেনের কথা শোনেনি, যে রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলকে চেনেনা, যে ভাষা আন্দোলনের কথা শোনেনি, যে মুক্তিযুদ্ধের কথা, বঙ্গবন্ধুর কথা জানেনা, যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সুরমা নদী চেনেনা সে কোন দেশের মানুষ? সে যে জাতেরই হোক বাঙালি নয়। যে ছেলে মেয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও রাজধানীর নাম জানে অথচ বাংলাদেশের জেলাগুলোর নাম বলতে পারেনা তার চেয়ে হতভাগ্য আর কে আছে? কিন্তু এজন্যে আমরা ঐ ছেলেমেয়েদের দোষ দেইনা, এ জন্যে দায়ী সে সব সরকার যারা বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ইংলিশ মিডিয়াম ইন্ডাস্ট্রি গজাতে দিয়েছে, ব্যবসা করতে দিয়েছে। আমরা সে জন্যে দায়ী করি বাংলাদেশের ঐ সব অভিভাবকদের যারা সাহেব-মেম বানাবার জন্যে নিজেদের ছেলেমেয়েদের ঐ সব প্রতিষ্ঠানে পাঠাচ্ছেন।

এটা বাস্তবিকই অত্যন্ত আশা ও আনন্দের কথা যে, আজ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পরিচালিত স্কুল কলেজগুলোর একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ঐ বিজাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার বিষময় ফল সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠছেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, বাংলাদেশে দেশ কাল সমাজ, সংস্কৃতি নিরপেক্ষ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনো স্থান নেই সে প্রতিষ্ঠান যে ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হোক না কেনো। যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য দেশ ও দেশের মানুষকে ঘৃণা করতে শেখানো, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও গৌরবকে ভুলিয়ে দেয়া সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থান বাংলার মাটিতে হতে পারে না। সরকার বাংলা মাধ্যম স্কুল কলেজে ইংরেজি ভাষা আবশ্যিক করেছে কিন্তু ইংরেজি মাধ্যম স্কুল কলেজে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক করেনি ফলে আজ বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো ফিরিঙি স্কুল কলেজ গজিয়ে উঠছে আর অমন কিম্ভূতকিমাকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। এ জন্যে সম্পূর্ণভাবে দায়ী সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়।